দৈনিক দিনকাল

106

তারিখ 30 APR 19[illegible]
পৃঃ 7 কলাম ৫

১০৯ জন এমপির বিবৃতি

সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার গভীর চক্রান্ত শুরু করেছে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ জাতীয় সংসদের ১০৯ জন সম্মানিত সদস্য গতকাল (বুধবার) এক বিবৃতিতে শিক্ষাঙ্গনে সরকারের দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ সরকার দলীয় মস্তানদের দখলমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে সংসদ সদস্যগণ বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার উদ্দেশে এই সরকার গভীর চক্রান্ত শুরু করেছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রক্ত ঝরছে সরকারের মদদে ও উস্কানিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গৌরবজনক অধ্যায়কে কলংকিত করে চলেছে এই সরকার। মহান ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মহান ঐতিহ্যে লালিত দেশপ্রেমিক ছাত্রদেরকে সরকার আজ সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির দুর্বার অংশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলকে

৭৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

১০৯ জন এমপি প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে এখন তার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য সরকার তার দলীয় ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডার ও ভাড়াটে মস্তানদের লেলিয়ে দিয়েছে। চেষ্টা করছে ছাত্র দলের সংগ্রামী ভাবমূর্তি বিনাশেরও। যে ছাত্র দল সারাদেশের শিক্ষার্থীদের বিশাল গরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ডাকসু নির্বাচনেও ব্যাপক সমর্থনপুষ্ট হয়ে জয়লাভ করেছে, সেই ছাত্র দলকে সরকার দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে শিক্ষার্থীদের সামনে তাদের ভাবমূর্তি [illegible] সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি আবাসিক হল সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা রক্তপাতের মাধ্যমে দখল করে রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী ছাত্র এবং সাধারণ ছাত্রদের উচ্ছেদ করে সেগুলো সরকারের মস্তানদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। ছাত্রদল নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সভা-মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাদের ওপর বর্বর হামলা চালানো হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে অসংখ্য নেতা-কর্মীকে। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের গায়ের জামা খুলে রোদে বসিয়ে রেখে চরমভাবে লংঘন করা হয়েছে আইন ও সর্বজনীন মানবাধিকার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের সন্ত্রাসীরা চালিয়েছে নগ্ন হামলা। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্য পরিবেশে কতিপয় তথাকথিত শিক্ষক ১৯৭১ সালের হানাদার কবলিত অবস্থার মত কিছু সন্ত্রাসীকে শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে স্বাভাবিকতার ন্যাক্কারজনক মহড়া চালিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষার মানকে নিম্নগামী করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর অভিভাবকদের আস্থাকে নিঃশেষ করে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের জন্য এই সরকার অবাধ নকলের সুযোগদান ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিবৃতিতে সংসদ সদস্যগণ বলেন, এই সরকার দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে নিজেই সারাদেশে নৈরাজ্য তৈরি করে এখন নিজেদের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। জাতীয় সংসদকে অকার্যকর করার চক্রান্ত চালানো হচ্ছে একই উদ্দেশ্যে। জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যদের ওপরেও চালানো হয়েছে নগ্ন হামলা। সম্প্রতি সংসদ সদস্য জিয়াউল হক জিয়ার বাড়ীঘরে লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গোটা রামগঞ্জ আজ সরকারের দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে ৭২-৭৫-এর মত বিভীষিকার জনপদে পরিণত হয়েছে। শিল্প অঙ্গনেও সরকার শুরু করেছে রক্তপাত। গত পরশু সরকারী দলের সন্ত্রাসীদের হাতে দু'জন শ্রমিক নিহত ও অসংখ্য আহত হয়েছে। দেশের সব ধরনের প্রতিষ্ঠান আজ অচল হতে চলেছে। এই অবস্থায় কোনো দেশপ্রেমিক চুপ করে থাকতে পারে না।

বিবৃতিতে সংসদ সদস্যগণ সরকারের চক্রান্ত সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার এবং জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দোলনে শরিক হবার আহবান জানান এবং শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী ও নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুসহ ছাত্রদলের গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীর মুক্তি দাবি করে সরকারকে নিপীড়ন ও চক্রান্ত থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, অন্যথায় পরিণামের জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।

বিবৃতিদাতারা হচ্ছেন ঃ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, এম সাইফুর রহমান, আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, অলি আহমদ (বীর বিক্রম), খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমান, শেখ রাজ্জাক আলী, আকবর হোসেন, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, এম সামছুল ইসলাম, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, এম কে আনোয়ার, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, এম মোর্শেদ খান, সামছুল ইসলাম খান, মাহবুবুর রহমান, হারুন-আল রশিদ, ফজলুর রহমান পটল, সাদেক হোসেন খোকা, সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন, কবির হোসেন, মশিউর রহমান, বরকতউল্লা বুলু, আমানউল্লাহ আমান, শামসুজ্জামান দুদু, খুরশিদ জাহান হক, আবদুল আলীম, আলমগীর কবির, হাফিজউদ্দীন আহমেদ বীর বিক্রম, আবু হেনা, ব্যারিস্টার আমিনুল হক, মোশাররফ হোসেন, আক্তারুজ্জামান, আহমদ আলী, এহসানুল হক মোল্লা, লুৎফর রহমান খান, আবদুল মান্নান, ডঃ মঈন খান, ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান, আবদুল হাই, মোঃ শাহজাহান, নাজিমউদ্দীন আলম, উকিল আবদুস সাত্তার, মোঃ মোশাররফ হোসেন, জয়নাল আবেদীন ফারুক, এ কে এম মোশাররফ হোসেন, জিয়াউল হক জিয়া, এহসানুল হক মিলন, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, সালাহউদ্দীন আহমেদ, মোঃ খালেকুজ্জামান, আবদুল মান্নান তালুকদার, আলহাজ্ব শামসুদ্দীন আহমেদ, মোজাহার হোসেন, আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান, ডাঃ হাবিবুর রহমান, এ কে এম হাফিজুর রহমান, হাজী আবদুল মজিদ তালুকদার, ডাঃ জিয়াউল হক মোল্লা, গোলাম মোঃ সিরাজ, জহুরুল ইসলাম, হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান মিয়া, হারুন অর রশিদ মন্ডল, ডাঃ সালেক চৌধুরী, মোঃ শামসুজ্জোহা খান, আক্তার হামিদ সিদ্দিকী, শামসুল আলম প্রমাণিক, এডঃ নাদিম মোস্তফা, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, অধ্যাপক কাজী গোলাম মোরশেদ, রফিকুল ইসলাম বকুল, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, আবদুল খালেক চন্টু, সৈয়দ মেহেদী রুমি, মোজাম্মেল হক, আবদুল ওহাব, শহীদুল ইসলাম, শহীদুজ্জামান বেল্টু, মোশাররফ হোসেন মঙ্গু, শাহ মোঃ আবুল হোসেন, গৌতম চক্রবর্তী, আবুল কালাম আজাদ, এএফএম নাজমুল হুদা, আফজাল এইচ খান, ডাঃ মোহাম আলী, নূরুল আমিন তালুকদার, মজিবুর রহমান মঞ্জু, আবদুল ওহাব খান, মিজানুর রহমান সিনহা, ডাঃ মোঃ দেওয়ান সালাহউদ্দীন, শামসুদ্দীন আহমেদ এসাক, অধ্যাপক রেজাউল করিম, ফজলুল হক আসপিয়া, ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী, জিএম ফজলুল হক, অধ্যাপক মোঃ আবদুল্লাহ, আলমগীর হায়দার খান, ফজলুল আজিম, এডভোকেট খায়রুল এনাম, গাজী মোঃ শাহজাহান, সারোয়ার জামাল নিজাম, মমতাজ বেগম, জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, আলমগীর মোঃ মাহফুল্লাহ ফরিদ।